অ্যানি গাঙ্গুলি পাখি নয়

অ্যানি গাঙ্গুলি পাখি নয়

আবু হেনা মোরশেদ জামান

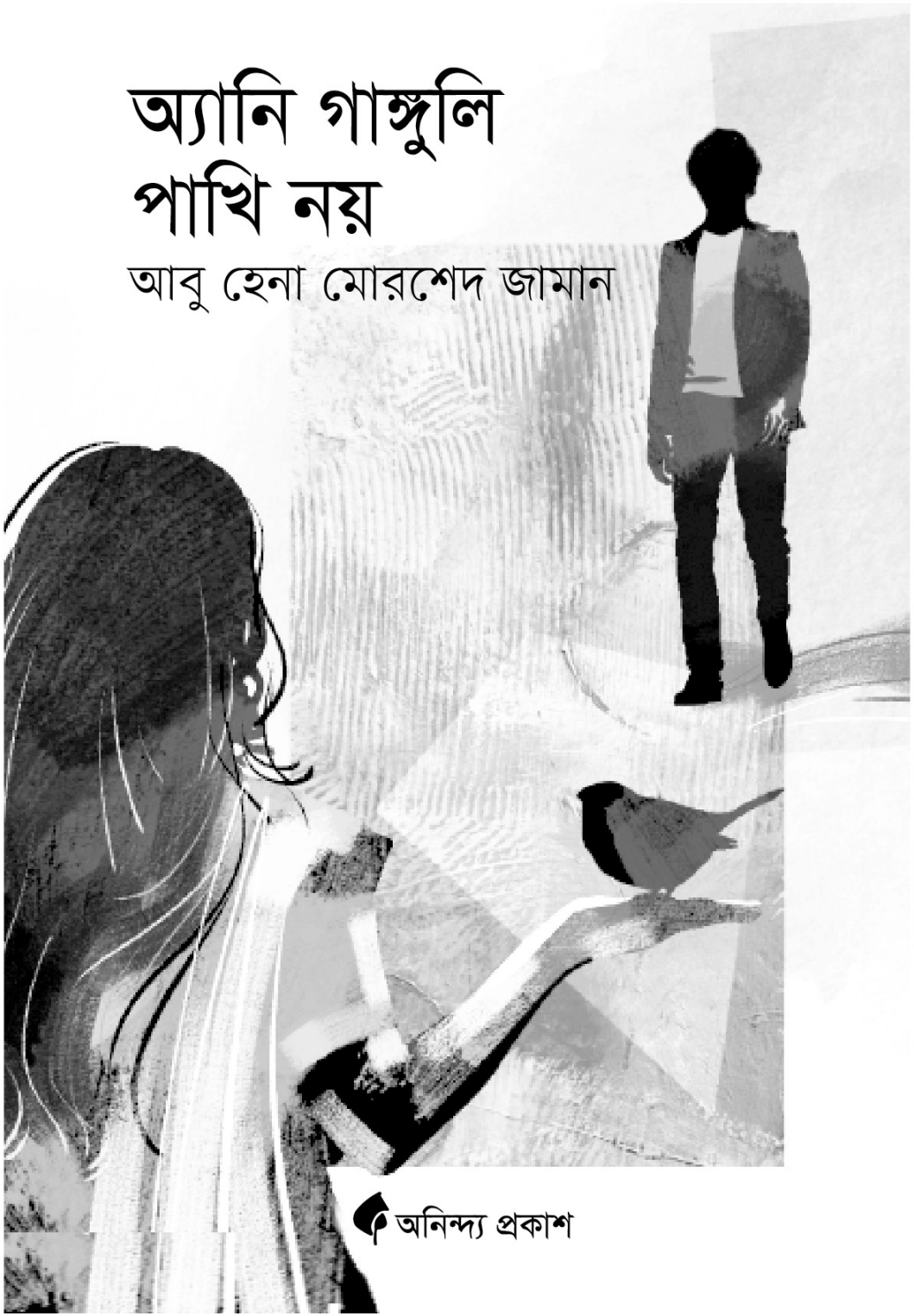

অনিন্দ্য প্রকাশ

চতুর্থ মুদ্রণ
চৈত্র ১৪২৭ এপ্রিল ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ
চৈত্র ১৪২৭ মার্চ ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র ১৪২৭ মার্চ ২০২১
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : মোস্তাফিজ কারিগর
অঙ্গসজ্জা : মোশারফ সোহেল
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Annie Ganguli Pakhi Noi Collection of Short Stories by **Abu Hena Morshed Zaman**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
4th Print : April 2021
Price : 200.00
US $ 10
ISBN 978 984 95481 3 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

মাহির আর মাশফি

যাদের সমান বয়সে এই গল্পগুলো লেখা। যাদের এবং যাদের বয়সিদের জন্য গল্পগুলো লেখা। কিন্তু তারা তো বই ছেড়ে মুখ বুজে রাখে সেলফোনের স্ক্রিনে। ওরা কি পড়বে এ বই? দ্বিধা রয়ে গেল।

লেখকের অন্যান্য বই

ভাগ্যরেখায় হাজার কাটাকুটি

আমার বন্ধু জ্ঞানী তৈল সিং
করোনার দিনে জ্ঞানী তৈল সিং
তোমার জামার বোতাম ঘিরে

একটি গল্প বছরখানেক আগে লেখা। বাদবাকি গল্পগুলো ভয়ানক তরুণ বয়সের রচনা– সত্যের অনুরোধে কবুল করি, ষোলো থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যকার লেখা। ফলে লেখার মান নিয়ে সংশয় থেকে গেল। পুরোনো দলা-মোচড়ানো ছেঁড়া লেখার খাতা হঠাৎ আবিষ্কারের ফল– এই বই। প্রলোভনেই হোক আর প্রকাশকের সাহসেই হোক; ছাপতে গিয়ে ভেবেছি, বেশ খানিকটা পরিমার্জন দরকার কিন্তু আলস্য আর সময়ের অভাবে– সেভাবে করা হলো না। তবে নিজকে সান্ত্বনা দিয়েছি এই বলে, যাদের জন্য মুখ্যত এই বই লেখা তাদের ছুঁতে হলে ঐ বয়সের আবেগকে না-ভাঙাই ভালো– যা পরিমার্জনায় হতো। মুক্তিযুদ্ধের গল্প, রহস্য রোমাঞ্চ গল্প, শার্লক হোমসের অনুবাদ এবং প্রেমের গল্প এ চার ধরনের স্বাদের মিশেলে লেখা এ বই।

বড়োরা আমার সে সময়কার বয়স ভেবে এখনকার এ রোমাঞ্চ বা ধৃষ্টতাকে মার্জনা করবেন। আর এখন যারা আমার ওই বয়সে, তারা হয়তো পাতা উলটাবে– এ অসম্ভব দুঃসাহস আর দুরাশা তো রইলই। সবচেয়ে বড়ো কথা, তারুণ্যের দোয়েল শ্যামা জীবনের রোমাঞ্চ আবারও পাওয়ার

লোভ সামলানো গেল না।

আবু হেনা মোরশেদ জামান
ঢাকা।
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সূচি

রূপকথা, কিন্তু রূপকথা না ১১
অ্যানি গাঙ্গুলি পাখি নয় ১৭
নারী রহস্যময়ী ৩৫
ভালোবাসি ঘাসফুল ৪৪

সমুদ্র চোখে তার ৫০
সকল দুঃখের প্রদীপ ৫৭
পুনর্বার লতা ৬১

O you whom I often and silently come where

you are that I may be with you,
As I walk by your side or sit near, or remain
in the same room with you,
Little you know the subtle electric fire that for
your sake is playing within me.

—Walt Whitman

রূপকথা, কিন্তু রূপকথা না

তৈয়বা বেগম রান্না করছিলেন। হঠাৎই মনে হলো দূরে গুলির শব্দ। ব্রাশফায়ার কি? এই বিষয়গুলো তার মাথায় ঢোকে না। কখনো এ জীবনে গুলির শব্দ শোনেননি। ব্রাশফায়ারের শব্দ কীরকম? কিন্তু চট করে মাথায় চলে এলো, ভৈরব রেল কলোনিতে কি তবে মিলিটারি ঢুকে পড়েছে? চুলার গরম এতক্ষণ ঘামায়নি! এখন ঘামতে লাগলেন দরদর করে।

তার ছেলে অনোয়ার মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। মাত্র আঠারো বছর বয়স ওর, গতবছর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে সদ্য বিএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। কদিন আগে এক সকালে টের পেলেন ওর বাবার পাঞ্জাবির পকেটের পঞ্চাশ টাকা উধাও আর সাথে দুই লাইনের ছোটো চিরকুট, আমি, লতিফ আর খুরশিদ আখাউড়া বর্ডার দিয়ে যুদ্ধে চলে গেলাম। দোয়া করবেন। তার এত ছোটো ছেলেটা, এত ভদ্র ছিল, কখনো বাপ-মায়ের চোখে চোখ তুলে

তাকায়নি, সে এরকম বেয়াদবি করতে পারল? তবু তার রাগ হয়নি, গর্ব হয়েছে অনেক। তার ছেলে দেশের জন্য যুদ্ধে গেছে। তবে, মায়ের মন, অনেক টেনশন। শেখ সাহেব তো ৭ই মার্চ বললেনই– "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।" ওরে আমার আল্লাহ রে– রক্ত না আমার ছেলেরে দিতে হয়! বিড়বিড় করে দোয়া পড়েন কেবল। খতমে ইউনূস করেছেন কয়েকবারই, এখন সারাদিনই এর মধ্যেই থাকতে হবে। কতদিকে চিন্ড্র, তার মেয়ে রানু কয়দিন আগেই চাকরি পেল। এমএ পাশ করতে-না-করতেই মেয়েটা ঢুকে পড়েছে সরকারি কলেজের মাস্টারিতে। ওর জামাইটা মরল কদিন আগে– দুই বছরের ছেলেটা রেখে। ওদের বাবার রিটায়ারমেন্টও এ বছর। এ সময় চাকরিটা ওর কী যে দরকার ছিল! এক ঘোর দুঃসময়ে আল্লাহ পাক মেহেরবান, চাকরিটা হলো ওর। যত মুশকিল, তত আসান! বাপ মরা নাতিটা এখন তিনিই পালছেন। আর অকালবিধবা তার কচি মেয়েটা সংসারের হাল ধরার জন্য নিজের ছোটো বাচ্চাটা ফেলে ঢাকা শহরে চাকরি করছে। ওখানে কী খায়, কী করে, কেমনে থাকে তার সেদিনের পিচ্চি রানু, ভেবে কূল পান না। এত কষ্ট আর পরীক্ষা আল্লাহ দেন, আবার তিনিই মুশকিল আসান করেন। এর মধ্যে পাকিস্ড্রনি মিলিটারির এই শয়তানি তো নতুন গজব! ইয়াহিয়া খান যে শেখ সাহেবের সাথে এতবড়ো বেইমানি করবে, তিনি ভাবতেই পারেন নাই। রানু আর আনোয়ারের আব্বা বলতেন বটে, "অফিসে বিহারিগুলানের শয়তানি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ইয়াহিয়া আর ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে বেইমানি করবেই। আর বঙ্গবন্ধুও দেশ স্বাধীন করে ছাড়বেন, দেখো তুমি"– তৈয়বা বেগম বিশ্বাস করেন নাই। ইলেকশন জিতছেন শেখ সাহেব, ক্ষমতা আবার না দেয় ক্যামনে? আর রানু, আনোয়ারের বাপের তো কোনোকালেই মাথায় বুদ্ধি ছিল না, রেলের চাকরি একটা করে বেতন এনে দেয়, ঐ পর্যন্ড্রই। সংসার তো উনিই সামলালেন সারাজীবন। যুদ্ধ লাগবে, এরকম বেকুব মার্কা কথা ওদের বাপ বলতেই পারে, এই ছিল তার ধারণা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বেকুব মুস্তাফা সাহেবই ঠিক বলেছেন আর তৈয়বা বেগম নিজেই বেকুব বনে গেছেন।

এখন ছেলের জন্য কাঁদেন, মেয়ের জন্য আর ওদের আব্বার জন্যও টেনশন। রিটায়ারমেন্টের সময় কাছে, বুড়ো লোকটা দিশেহারা। আবার কচি মেয়েটা ঢাকা শহরে একা। বাচ্চা ছেলেটা যুদ্ধে, আর নাতিটার এখন চার বছর, ও তো বাচ্চারও বাচ্চা। মুস্ড্রফা সাহেব রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে

চ্যাঁচান, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বিছানায় আনমনে ফ্যালফ্যাল চোখে বসে থাকেন। সবই তো তৈয়বা বেগমের চিন্ড্র, তাকেই সবদিক সামলাতে হয়। হায়রে তকদির!

হঠাৎ অন্ড্র কেঁপে উঠল তার। রানুর আব্বা তো অফিসেই। টিটনও তো দুই ব□ক দূরে মোজাম্মেল সাহেবের বাংলোয়, ওর বন্ধু সবুজের সাথে খেলতে গেছে। কী করবেন এখন? গুলির শব্দ বুঝতে পারছেন, কত দূরে বুঝতে পারছেন না। আমার নানুভাই টিটন, আমার রানুর আমানত টিটন, চোখ পুরো ভিজে গেল তৈয়বা বেগমের। আদরের নাতির কথা মনে হলো তার। রেল কলোনিতে এখন রাজাকারও নেমেছে। কদিন আগে টিটন এসে বলল– নানুমণি, শামীম আঙ্কেল আর নুর"দ্দিন আঙ্কেল মামার কথা জানতে চায়। উনাদের হাতে বন্দুক ছিল।

এই শামীম আর নুর"দ্দিন গত ঈদেও খালাম্মা ডেকে তার হাতের সেমাই খেয়ে গেছে। এখন তার ছেলেরে মারার জন্য খোঁজে। হায়রে যুদ্ধ! মানুষকে জানোয়ার বানায়! নাতিকে বললেন– সর্বনাশ। কেউ এসব জানতে চাইলে তুই বলবি মামা গ্রামের বাড়ি গেছে।

মুস্ড্রফা সাহেব বললেন, বাচ্চাদের মিছা কথা বলতে শেখাচ্ছ?

: আপনি পাগল নাকি? আমার ছেলের জান খতরা। আল্লাহ পাক বলছেন, জান বাঁচানো ফরজ। জান বাঁচাতে মিছা কথাসহ সব জায়েজ। এই লোক নিয়ে আমি সংসার করি। আল্লাহ রে আল্লাহ!

টিটন আরো ট্যাটনা। সে বলল, নানুমণি, আমি বলে দিয়েছি– মামা গ্রামে গেছে বেড়াতে।

: ক্যামনে নানুভাই? আমি তো তোকে এটা আগে বলি নাই।

: আরে সবুজের খুরশিদ চাচাও মামার সাথে মুক্তিযুদ্ধে গেছেন না। ও আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

: আলহামদুলিল্লাহ। কী পাকনা আপনার নাতি দেখছেন। আপনি সারাজীবনেও এরকম হতে পারলেন না।

তৈয়বা বেগমের খোঁচায় মুস্ড্রফা সাহেব হাসেন। নাতিকে নিয়ে গর্বের হাসি।

ভাবতে ভাবতেই চুলার ডাল উথলে উঠল। তৈয়বা বেগম স্টোভ বন্ধ করে দিলেন। চুলোয় যাক চুলার ডাল আর রান্নাবান্না।

এলোমেলো শাড়ি, চুল আঁচড়ে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। সোজা দৌড় দিলেন। রেল কলোনির বাংলোগুলো একদম কাছাকাছি না। পেছনে গুলির

ট্যাট্যা বিশ্রী শব্দ। তৈয়বা বেগম দৌড়াচ্ছেন।

জান হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন।

টিটনের বন্ধু সবুজের বড়ো বোন নিগার সুলতানা– ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়। ও বাচ্চাদের সে সময় রূপকথার গল্প শোনাচ্ছিল।

রাক্ষসরা এক সোনার দেশ দখল করে ফেলেছে। সেই দেশের রাজাকে বন্দি করে নিজেদের দেশে ধরে নিয়ে গেছে।

তেপান্ড়রের মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার আগে বন্দি রাজা বলেছেন, দেশের সব বীর তর"ণরা যেন দেশের জন্য লড়াই করে। সব রাক্ষস শেষ করে দেয়। কত বীর যে কত রাক্ষস মারল আর নিজেরা মরল। কিন্তু রাক্ষসের রক্তবীজ তো খুব মারাত্মক, একফোঁটা নিচে পড়তেই ওই দেশের মাটিতে ওদের বন্ধু খোক্কসদের জন্ম হয়। এত রাক্ষস আর খোক্কস! কী করে কী হবে? এলো দুই বীর– লাল কমল আর নীল কমল।

টিটন বলল, আমি লাল কমল আর সবুজ নীল কমল। সবুজ বলল, উঁহুঁ, আমি তো সবুজ কমল। নীল কমল হবো কেন? তুই আর আমি মিলে লাল-সবুজ কমল। দুজন মিলে গান ধরল :

আমরা সবাই রাজা
আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে...

নিগারও ওদের সাথে গলা মিলাচ্ছিল। ও টিটনকে খুবই আদর করে। ওর কাছেই আনোয়ারের সব খবর পায় নিগার। কেমন আছে আনোয়ার? কী খাচ্ছে ও? যুদ্ধে ওর কি খুব কষ্ট হচ্ছে? আনোয়ারই হচ্ছে নিগারের সেই প্রিন্স চার্ম যাকে সে যুদ্ধে যাওয়ার আগে গোপনে গান শুনিয়েছিল :

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
তোমারও চরণে দিবো হৃদয়ও খুলিয়া...

নিগারের চোখ ভিজে যায়। ও বাচ্চাদের বুকে চেপে ধরে। তখন তারও মনে হলো– খুব কাছাকাছি কোথাও গুলির শব্দ। পাকিস্ড়ানি মিলিটারি তবে ভৈরবের রেল কলোনিতেও চলে এলো? এই লাল কমল আর নীল কমলের

কী হবে? নিগার আয়াতুল কুরসি পড়তে শুর" করল।

এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তার ঘরে ঢুকলেন তৈয়বা বেগম।

নাতিকে নিয়ে যখন ফিরছেন তখন তাকে ক্যাঙার"র বাচ্চার মতো কোলের মধ্যে নিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছিলেন। যেন না কোনো গুলি, না কোনো অশুভ তার নাতিকে ছুঁতে পারে।

কী করে পারছিলেন কে জানে!

ঘরে এসে তৈয়বা বেগম দেখলেন– রানুর আব্বা ফিরেছেন। রানুও ঢাকার চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে। ওর সাফ কথা, পাকিস্ড়ান সরকারে সে কাজ করবে না। আনোয়ারের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে। সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করবে আর নিজের বাচ্চার সাথে থাকবে। তৈয়বা স্বস্তিও পেলেন, দুশ্চিন্ড়াও হলো। চাকরি ছেড়ে দিলে পরে কী হবে সংসারের? মুস্তাফা সাহেব বললেন, বুঝলা রানুর মা, তোমার মেয়ে যেইটা করল, এইটা হইল পক্ষত্যাগ। আনোয়ারের মতো সে-ও এখন মুক্তিযোদ্ধা। আমি জানি, তুমি গোপনে আনোয়ার আর তার বন্ধুদের খাবার সাপ্লাই দাও। তুমিও জয় বাংলার লোক। আমিই কেবল বুড়া বয়স আর পেনশনের মায়ায় কিছু করতে পারলাম না।

: আপনি বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশকে কত ভালোবাসেন সেইটা আর কেউ না জানুক– আমি জানি। আর প্যানপ্যান না কইরা আসেন, শোকরানা নফল পড়ি। সবাই আলহামদুলিল্লাহ, এখনো ভালো আছি।

রাতে ডিসিশন হলো– মুস্ড়ফা সাহেব আর নিগার/সবুজের আব্বা মোজাম্মেল সাহেব থাকবেন আপাতত আর সবাই দড়িচন্ডবেড় গ্রামে সেফহোমে চলে যাবেন। নিগার, সবুজ এবং ওদের মা রাশিদা সুলতানাসহ।

রানু ওরফে দিল আফরোজ, যিনি তখন জগন্নাথ কলেজের চাকরি ছেড়ে এলেন, দেখলেন– পালানোর মিছিল ছোটোখাটো না। তার একহাতে ব্যাগ, কোলে টিটন। ওর হাতেও একটা অ্যালুমিনিয়াম জগ। এর চেয়ে ভারী জিনিস বয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ওর নেই। তৈয়বা বেগম বুড়ো মানুষ, কিন্তু সেলাইমেশিন আলগাচ্ছেন।

নিগারসহ সবার হাতেই মালপত্র। এর মধ্যেও মেয়েটা গুনগুন করে গান গাইছে :

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে
আমার এ দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে...

দিল আফরোজ খুব অবাক হন। এত দুঃসময়েও এই মেয়েটি কত প্রাণবন্ড়, দিব্যি গান গাইতে পারছে। আহা লক্ষ্মীমন্ড় মিষ্টি এই মেয়েটির সাথে যদি আনোয়ারের বিয়ে দেওয়া যেত!

একটা বিল পার হতে হলো। অন্ধকার ফুঁড়ে জীবনানন্দের কবিতার মতো বেতফল মুক্তিযোদ্ধারা এলো সাহায্য করতে। হাতের ক্যামি ঘড়িতে টর্চ মেরে দিল আফরোজ সময় দেখলেন

রাত প্রায় তিনটা বাজে। সকাল সাতটা নাগাদ তাদের সেফহোমে পৌঁছানোর কথা। নাছর ম মিনাল্লাহ। আল্লাহ সাহায্য করো। এগোলেন তারা।

ধরা পড়লেন পাকিস্ড়ানি মিলিটারিদের হাতে, ঠিক সেফহোমে ঢোকার সময়। বেড়ার দোচালা ঘর। মালিক আর তার পরিবার মরে পড়ে আছে মাটির মেঝেতে, চোখ খোলা। অবাক যেন! পুরো এক প াটুন পাকি– ওরা ওত পেতে ছিল। ছেলে আর মেয়ে দুই সারি করা হলো। বুড়োরা ছাড় পেল এক বেলুচ মেজরের কল্যাণে– তৈয়বা বেগম ছিটকে এলেন সারি থেকে টিটনকে নিয়ে। দিল আফরোজের ব্যাগে পাওয়া গেল এক ডায়রি– তাতে লেখা : "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি..." আর ৮ই মার্চের 'দৈনিক পাকিস্ড়ান' পত্রিকা– তাতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ছবিসহ রিপোর্ট।

: ইয়ে শালি মালাউন হ্যায়। উসকো মার ডালো।

হুকুম এলো পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেনের।

দিল আফরোজ শূন্য হয়ে রইলেন। ভাবলেন, স্বাধীন দেশ আর দেখা হলো না তার। ভাবলেন, তার টিটন পুরো এতিম হয়ে গেল আজ। আচ্ছা, আনোয়ার কি দেশ স্বাধীন করতে পারবে? তার ছেলেটিকে কি দেখে রাখবে? নিগার কি স্বাধীন দেশে আবার গান গাইতে পারবে? আব্বা কি বেঁচে আছেন? আম্মার কী হবে? বঙ্গবন্ধু কি ফিরতে পারবেন কখনো দেশে? রাজ্যের প্রশ্ন মনে। কেবল নিজের কথা কিছুই মনে এলো না তার।

শেষবারের মতো বললেন

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।"

: হাম তুমকো কাহা না, ইয়ে আওরত পাক্কা মুসলমান হ্যায়। উসকো সাকাল বিলকুল মেরি বহিনজি কী তেরা। ছোড় দো উসকো।

সেই বেলুচ মেজর। তর্ক করে বিরক্ত, হতাশ পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন। সিনিয়রের আদেশ ফেলা যায় না। হারামজাদা বেকুব মেজর! আবার বেলুচ বেকুবটা বলছে

: বহিনজি, আপলোগ যা সাকতি হু। পেশোয়ার ম্যায় মেরা বহিনজি হ্যায় বিলকুল আপ জ্যায়সি। আউর পিছ মাত দেখ না। নাউ কুইক মার্চ।

দিল আফরোজ হতভম্ব। যুদ্ধে মানবিকতা অবশিষ্ট আছে? তবে তিনি এও জানেন, পাঞ্জাবিদের মতো নয় বেলুচরা। তারাও স্বাধীনতা বা নিদেনপক্ষে স্বায়ত্তশাসন চাইছে। পাক শাসকদল তাদেরও দমিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন এত ভাবার সময় নেই। ছিটকে বেরিয়ে এসে টিটন আর তৈয়বা বেগমকে নিয়ে দৌড়াতে থাকলেন।

: জওয়ান, আগ লাগা দো। অ্যান্ড ফায়ার।

রাশিদা সুলতানা নাকি নিগারের নাকি দুজনেরই চিৎকার শুনলেন দিল আফরোজ? আল্লাহ মাফ কর ন, কখনোই না। বিশ্বাস করতে চান না। পেছনে ফেরার ঝোঁক থামাতে হলো অনেক কষ্টে। পেছনে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। আঁচ পাচ্ছেন তিনি। মনের আগুন আরো বেশি। তার চোখ ভেজা, চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। তৈয়বা বেগমের কোলে টিটন স্ড়ব্ধ। ঐটুকুন বাচ্চা কি কিছু বুঝল? কিন্তু তিনি এই দেশকে স্বাধীন করবেন। তার টিটন যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসের কিছু হলেও পায়, সেটা তিনি দেখবেন। নিগারের মতো এই দুঃসময়ে তার মনেও গান এলো :

তোমারও অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখেরও কূপ...

কোলে টিটনকে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে দিল আফরোজের হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো, চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তিনি এগোতে থাকলেন।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)
ঢাকা
৩ মার্চ ২০২০